দৈনিক খবর

তারিখ 21 MAY 1988
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

৮৭

শিক্ষক খান রুহুল আমীনের সমস্যা শেষ হতে চায় না

॥ সংবাদদাতা ॥

স্কুল শিক্ষক খান মোঃ রুহুল আমীন অসহায় জীবনযাপন করছেন। জনাব আমীন খুলনার খালিশপুরস্থ ক্রিসেন্ট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের সহকারী শিক্ষক। তার বাড়ী নড়াইল জেলার বাহিরডাঙ্গা গ্রামে। তিনি পাঁচ সন্তানের জনক। পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তি একমাত্র তিনিই।

১৯৬৯ সাল থেকে তিনি ক্রিসেন্ট জুট মিল কর্তৃক পরিচালিত ক্রিসেন্ট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত আছেন। কিন্তু মিল কর্তৃপক্ষ তাকে ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করায় ১৯৮২ সালে তিনি খুলনার শ্রম আদালতে মিল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেন। (মামলা নং- আইআরও ২৪/৮২)। কয়েক বছর ঘোরাঘুরির পর উক্ত মামলার রায় তার বিপক্ষে যায়। এতে তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে রীট দায়ের করেন। (রীট মামলা নং ৩৫/৮৬)। ইতিমধ্যে সরকার ১৯৮৫ সালের নতুন বেতন কাঠামো ঘোষণা করেন। কিন্তু মিল কর্তৃপক্ষ সরকারী নির্দেশ তথা স্বয়ং রাষ্ট্রপতির আদেশ অমান্য করে হাইকোর্টের মামলার দোহাই দিয়ে পুরনো স্কেলেই বেতন দিচ্ছে। ফলে তিনি '৮৫ সাল থেকে অদ্যাবধি প্রতি মাসে দুই হাজার টাকার মতো কম বেতন পাচ্ছেন। পরিণামে তিনি—এই দুর্মূল্যের বাজারে ছেলেমেয়ে নিয়ে অতি কষ্টে দিন যাপন করছেন। তিনি দেনায় জর্জরিত হয়ে গেছেন। তার বেতন কাঠামো সংশোধন না করায় তিনি পুনরায় খুলনার শ্রম আদালতে একটি মামলা দায়ের করেন। (মামলা নং- সি ৩৮/৮৬)। উক্ত মামলার রায়েও হাইকোর্টের দোহাই দেয়া হয়েছে। আর হাইকোর্টের মামলার কোন সুরাহা আজ পর্যন্ত হয়নি। ফলে একদিকে মামলার খরচ চালানো অপরদিকে সংসার চালানো তার পক্ষে দুরুহ হয়ে পড়েছে।

এহেন পরিস্থিতিতে জনাব রুহুল আমীন একদিকে মিল কর্তৃপক্ষের মহামান্য রাষ্ট্রপতির নির্দেশ অমান্যের শাস্তি স্বরূপ এবং অন্যদিকে তার সীমাহীন দুঃখ কষ্ট লাঘবের লক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির সদয় হস্তক্ষেপ কামনা করছেন।